ইউনিট ১ শিক্ষার স্বরূপ

শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয়ে আমরা প্রায়শ দুটি প্রশ্ন করি ঃ শিক্ষা কি ও কেন? এ দুটি প্রশ্নের উত্তরে মনীষীদের মধ্যে যতটা মতবৈচিত্র্য ঘটেছে, মতপার্থক্য ততটা নয়। শিক্ষা কি? - এ প্রশ্নের উত্তরে অনিবার্য ভাবেই জীবন-প্রসঙ্গ এসেছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, জীবনের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের ওপর জোর এসেছে বেশি। কিন্তু গুণগত উৎকর্ষকে মানবীয় আচরণের নিরিখে খুব একটা যাচাই করে দেখা হয় নি। খ্রিস্টজন্মেরও বহু আগে মনীষী প্লেটো শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'সঠিক সময়ে আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিই হচ্ছে শিক্ষা।' এ সংজ্ঞায় জীবন এসেছে এবং জীবনের বিকাশে ব্যক্তির বিশেষ আচরণের কথা এসেছে। কিন্তু সে আচরণের অভিব্যক্তির দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। প্লেটোরই উত্তরসূরী এরিস্টটল 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার কাজটিকে' শিক্ষা বলেছেন। এ সংজ্ঞাটি আরও জীবনঘনিষ্ঠ এবং এ কারণেই তা অনেকটা প্রবচনের মতোই বহুল উদ্ধৃত হয়ে থাকে। দেহের সুস্থতার বাহ্যিক প্রকাশ রয়েছে এবং মনের সুস্থতাও ব্যক্তির আচরণ-নির্ভর। গ্রীক দার্শনিকদের আরও বহুকাল পরে জঁ্য জ্যাক রুশো জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে আরও নিবিড় করে দেখেছেন। তিনি শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের গতি ও গতিপথকে অবারিত করার কথা বলেছেন। তিনি মানবীয় আচরণকে বিচার করেছেন প্রকৃতির পটে এবং শিশুর বিকাশ সম্ভাবনাকে চেয়েছেন শৃঙ্খলমুক্ত করতে। হেনরিক পেস্তালৎসিও শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের কথা বলেছেন, কিন্তু সে বিকাশকে প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন।

'শিক্ষার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য' শীর্ষক ইউনিটে আমরা শিক্ষার স্বরূপ ঃ অর্থ ও সংজ্ঞা বিচার, শিক্ষার স্বরূপ ঃ মনীষীদের বক্তব্য এবং শিক্ষার কাজ সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাঠ ১.১ শিক্ষার সংজ্ঞা

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'শিক্ষা' শব্দটির অর্থবৈচিত্র্য নিরূপণ করতে পারবেন এবং
- শিক্ষার বিশেষ দিকগুলো নির্দেশপূর্বক একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্মাণ করতে করতে পারবেন।

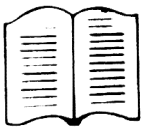

'শিক্ষা' শব্দটির ইংরেজি 'Education' - অনেকের মতে এ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Educare' থেকে। 'Educare' বলতে 'to bring up', 'to nourish, to develop' এসব বোঝায়। ভাবগত বিচারে এই কথাগুলো থেকে বুঝব - শিক্ষা ব্যক্তিকে লালন করে, অন্য কথায় তাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

'Education' শব্দটির উৎপত্তি বিচারে অনেকে 'Educere' শব্দটিকেও তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেন। আর 'Educere' বলতে বোঝানো হয় 'to draw out,' 'to lead out' ইত্যাদি। এ কথাগুলোর শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় ঃ বের করে নিয়ে আসা অথবা ভিতরের জিনিসকে বাইরে আসার সুযোগ দেওয়া। এই 'বের করার' বিষয় হিসেবে তাঁরা দেখেছেন মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনাকে। অন্য কথায়, 'Educere' শব্দটি শিক্ষার মাধ্যমে মানব শিশুর বিকাশ সম্ভাবনার রূপায়ণের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছে।

'Education' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে তৃতীয় একটি মতও প্রচলিত রয়েছে। এ মতানুযায়ী 'Education' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Educatum' থেকে। এ ল্যাটিন শব্দটি নির্দেশ করে শিক্ষাদানের কাজটিকে। শিক্ষাদান প্রসঙ্গে শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রশ্নগুলোও এসে যায়।

উল্লিখিত তিনটি শব্দের ব্যাখ্যাসূত্রে আমরা বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটির উৎপত্তিও খুঁজে নেব। সংস্কৃত ধাতু 'শাস' থেকে এসেছে এসেছে 'শিক্ষা' শব্দটি। 'শাস' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'শাসন, নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশ বা উপদেশ দান।' শাব্দিক অর্থে 'শাস' কথাটিতে একটি আরোপিত ব্যবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে। ভাবাগত বিচারে আমরা 'শাস' বা শাসনকে নমনীয় দৃষ্টিতে দেখতে পারি। শিক্ষা ব্যক্তির সম্ভাবনার বিকাশে সহায়তা করে, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে, ব্যক্তির নিজের কল্যাণে অথবা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ইপ্সিত আচরণ মাত্রই নিয়ন্ত্রিত আচরণ।

শিক্ষার আর একটি সমার্থক শব্দ হচ্ছে 'বিদ্যা' - এ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে। 'বিদ' বলতে 'জানা' বা 'জ্ঞান আহরণ করা' বোঝানো হয়। 'জানা' বলতে শিক্ষার ব্যাপক ও বিচিত্র ক্ষেত্রকে অথবা শিক্ষার্থীকে জ্ঞান লাভের স্পৃহা বা অনুসন্ধিৎসাকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ দু'টি দিকের মধ্যে বিরোধ নেই - একটি অন্যটির পরিপূরক বিশেষ।

ইংরেজি 'Education' এবং বাংলা 'শিক্ষা' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা শিক্ষার স্বরূপ ও শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছি। এই 'ধারণা' থেকে আমরা শিক্ষাকে সীমিত ও ব্যাপক অর্থে বিচার করতে পারি। সীমিত অর্থে, শিক্ষা জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মানুষকে বিভিন্নমুখী দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। এখানে জীবন ধারণের প্রশ্নটি বড়, জীবন বিকাশের প্রশ্নটি নয়। আসলে দরিদ্র ও অনুন্নত সমাজে যেখানে টিকে থাকার প্রশ্নটি বড়, সেখানে জীবনের বিচিত্রিত বিকাশ ও সম্ভাবনা মানুষকে খুব একটা ভাবিয়ে তোলে না। অন্যদিকে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ও জীবন সমার্থক। শিক্ষা হচ্ছে জীবনব্যাপী একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। এ এন হোয়াইটহেড এ কথাটিকেই জোর দিয়ে বলেছেন ঃ শিক্ষার বিষয়বস্তু একটি এবং তা হচ্ছে জীবনের সার্বিক প্রকাশ। জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট গন্ডিকে অতিক্রম করে যায়। ফলে তা আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় সীমিত নয়। শিক্ষার পরিধি ব্যাপ্ত হয় জীবনের সমগ্র অঙ্গন জুড়ে এবং এ দিক থেকে শিক্ষা জীবনের গতিশীলতারই পরিপোষক।

এতোক্ষণ আমরা শিক্ষার সীমিত অর্থ ও ব্যাপক অর্থ নিরূপণের চেষ্টা করছি। আমরা শিক্ষার এমন একটি সংজ্ঞা নির্মাণ করব যাতে সীমিত ও ব্যাপক - দু'রকম অর্থেরই প্রতিফলন ঘটে। আমরা অবশ্যই শিক্ষা শব্দটির সংজ্ঞা বিচারে শিক্ষাজগতের ব্যাপক ও বিচিত্র পরিসরকে বিবেচনা করব। আমরা দেখেছি ঃ

- **শিক্ষা একটি মানবীয় প্রচেষ্টা (A human enterprise)**

প্রথমত শিক্ষার কাজ মানুষকে নিয়েই এবং একান্তভাবে মানুষের জগতকে ঘিরেই তা আবর্তিত। আমরা মানুষকেই শিক্ষা দিই, অন্য প্রাণীকে নয়। অন্য প্রাণীকে যা দিই তা হচ্ছে সীমিত দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা। মানবীয় জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্র বহু বিচিত্র এবং অনন্ত সম্ভাবনাময়।

- **শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া (A process)**

শিক্ষা একটি বিশেষ বস্তুর 'প্রাপ্তি' (Possession) নয়। এটি একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া মানবীয় প্রচেষ্টানির্ভর। শিক্ষালাভ করা বলতে একটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াকে বোঝানো হয়।

- **শিক্ষার চূড়ান্ত অভীষ্ট হচ্ছে 'বিকাশ' (Human development is the ultimate aim)**

শিক্ষা ব্যক্তির বিকাশে নিবেদিত। এ বিকাশ ব্যক্তির সর্বতোমুখী ও পরিপূর্ণ বিকাশকে নির্দেশ করে। ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে দু'টি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে তার বংশগত উত্তরাধিকার এবং পরিবেশ।

- **শিক্ষা হচ্ছে নির্দেশনা (Education is guidance)**

মানবীয় বিকাশের সকল প্রক্রিয়া শিক্ষার আওতায় পড়ে না। ব্যক্তিকে বাঞ্ছিত তথা কল্যাণধর্মী আচরণে উদ্বুদ্ধ করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষা।

- **শিক্ষার কাজটি সম্পন্ন করে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ (Education is the job of specialists)**

শিক্ষার কাজটি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গেরই কাজ। যিনি কোন বিষয়ে বিশষজ্ঞমূলক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন, তাঁর পক্ষেই সে বিষয়ে অন্যদের শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব।

- **শিক্ষা একটি লক্ষ্যমুখী প্রক্রিয়া (Education leads to a goal)**

শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন করি। এ উদ্দেশ্য অর্জনে আমরা যে প্রক্রিয়াই লিপ্ত হই তাকেই বলা হয় শিক্ষাদান পদ্ধতি বা কৌশল।

ওপরের আলোচনা থেকে শিক্ষার সংজ্ঞা দাঁড়াবে এরূপ ঃ *শিক্ষা এমন একটি মানবীয় প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আকাঙ্ক্ষিত আচরণের নির্দেশনা দান করে।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরিই শিক্ষার কাজ' - এটি কার উক্তি?
   ক. প্লেটো
   খ. কমেনিয়াস
   গ. এরিস্টটল
   ঘ. সক্রেটিস

২. 'Educatum' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি?
   ক. বের করে আনা
   খ. নির্দেশ দান
   গ. শিক্ষাদান
   ঘ. দক্ষতা অর্জন

৩. শিক্ষার দায়িত্ব পালনে কারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন?
   ক. বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ
   খ. দক্ষ ব্যক্তিবর্গ
   গ. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ
   ঘ. উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ

পাঠ ১.২ শিক্ষার স্বরূপ ঃ মনীষীদের বক্তব্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- প্রখ্যাত মনীষীদের দেওয়া শিক্ষার সংজ্ঞা উদ্ধৃত করতে পারবেন এবং
- শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনীষীদের বক্তব্যের মূলকথা ব্যক্ত করতে পারবেন।

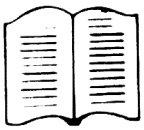

শিক্ষা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন সময়ে মনীষীগণ নানা মত প্রকাশ করেছেন। কখনও কখনও শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সমার্থক করে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে, জীবন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষা প্রক্রিয়া একই ধারায় বহমান। অর্থাৎ শিক্ষার ধারা মানুষের জীবনব্যাপী অব্যাহত গতিতে বয়ে চলে। জীবন পথে চলতে গিয়ে মানুষ যা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাই তাকে শিখতে সাহায্য করে। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডিউই বলেছেন, ''শিক্ষাই জীবন, শিক্ষা জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়।'' শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা সতত প্রবহমান। অতএব, বাঞ্ছিত পথে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক আচরণের পরিবর্তনকে 'শিক্ষা' বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

শিক্ষার সংজ্ঞা

বিভিন্ন যুগে শিক্ষাবিদ দার্শনিকগণ শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিচে এরূপ কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হল ঃ

- ''শিক্ষা হচ্ছে সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা বা শক্তি।'' [Education is the capacity to feel pleasure and pain in the right moment.] - প্লেটো
- ''সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা।'' [Education is the creation of a sound mind in a sound body.] - এরিস্টটল
- ''শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক উন্নতির মাধ্যমে ইহলোক ও পরলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ নিজেকে ও বিশ্বকে জানতে পারে।'' - জন এমোস কমেনিয়াস
- ''শিক্ষা হচ্ছে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ।'' [Education is child's development from within.] - জঁ্য জ্যাক রুশো
- ''শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের স্বাভাবিক, সুষম ও প্রগতিশীল বিকাশ।'' [Education is natural, harmonious and progressive development of man's innate power.] - জোহান হেনরিক পেস্তালৎসি
- ''শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন।'' [Education is the development of moral character.] - ফ্রেডরিক হার্বার্ট
- ''শিক্ষা বলতে শিশুর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশকে বোঝায় যার সাহায্যে যে নিজের সর্বোত্তম ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে স্বকীয় অবদান রাখতে পারে।'' [Education is the complete development of the individuality of the child, so that he can make original contribution to human life according to the best of his capacity.] - পার্সি নান
- ''ক্রমাগত অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের মাধ্যমে জীবনযাপনের নামই হচ্ছে শিক্ষা।'' [Education is the process of living through continuous reconstruction of experiences.] - জন ডিউই
- ''জ্ঞান লাভ এবং লব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারের মধ্যে যে কলানৈপুণ্য নিহিত তাই শিক্ষা।'' [Education is the acquisition of the art of utilization of knowledge.] - এ. এন. হোয়াইটহেড
- ''সর্বোত্তম শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা, যা আমাদেরকে কেবল তথ্যই পরিবেশন করে না বরং সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।'' [The best education is that which does not give us information but makes our life in harmony with all existence.] - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ''মানুষ যে সব ভাল গুণ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়, তার সার্বিক বিকাশ সাধনই প্রকৃত শিক্ষা।'' [Education means allround growing out of the best in man.] - গান্ধী

- ''আত্মশক্তির জাগরণই শিক্ষার লক্ষ্য।'' [Education aims at developing innate powers of man.] - দার্শনিক ইকবাল

শিক্ষার উদ্দেশ্য

দেশ এবং কাল ভেদে শিক্ষার উদ্দেশ্যরও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত পক্ষে কোন একটি দেশের শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সে দেশের জাতীয় আদর্শ, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং সমাজের প্রয়োজনের নিরিখে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও শিক্ষার এমন কিছু উদ্দেশ্য আছে যা সব দেশ এবং সব কালের জন্য গ্রহণযোগ্য। নিচে শিক্ষার এমন কিছু উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলঃ

- ''শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের আবিষ্কার ও মিথ্যার অপনোদন।'' - সক্রেটিস
- ''মনের ও দেহের পরিপূর্ণ উন্নতি ও বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত।'' - প্লেটো
- ''শিশুর সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।'' - কমেনিয়াস
- ''শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন গড়ে তোলার প্রয়োজনে নীতি নির্ধারণ।'' - জন লক
- ''একই সঙ্গে শরীর ও মনের পূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।'' - পেস্তালৎসি
- ''শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর সম্ভাবনা ও অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ এবং তার নৈতিক চরিত্রের আকাঙ্ক্ষিত প্রকাশ।'' - হার্বার্ট
- ''শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে একটি সুন্দর, বিশ্বাসযোগ্য ও পবিত্র জীবনের উপলব্ধি।'' - ফ্রেডরিক ফ্রোয়েবেল
- ''শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক পুনর্গঠন।'' - জন ডিউই।

বিভিন্ন মনীষীদের প্রদত্ত উপরিবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি, শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে - মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলী এবং প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তাকে জীবন ও জগতের কল্যাণ সাধানের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. জন ডিউইর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?
   - ক. অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন
   - খ. মানব কল্যাণ
   - গ. সুস্থ দেহে সুস্থ মন সৃষ্টি
   - ঘ. আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি

২. ‘শিক্ষা মানুষের মনে পবিত্র জীবনের উপলব্ধি সৃষ্টি করে।’ - কে বলেছেন?
   - ক. জন লক
   - খ. হার্বার্ট
   - গ. ফ্রোয়েবেল
   - ঘ. রুশো

৩. শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোন মতটি সমর্থন করেন নি?
   - ক. শিক্ষা জীবন গঠন করে
   - খ. শিক্ষা কেবল প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে
   - গ. শিক্ষা জীবনকে কল্যাণমুখী করে
   - ঘ. জীবনের সুন্দরতম পরিণতির জন্য শিক্ষাই দায়ী

পাঠ ১.৩ শিক্ষার কাজ

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার কাজগুলো উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- উল্লিখিত প্রতিটি কজের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।

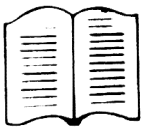

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শিক্ষাকে অবশ্যই সামাজিক উপযোগিতার দিক থেকে তাৎপর্যবহ হতে হবে। অন্য কথায়, সামাজিক উপযোগিতা শিক্ষার যথার্থতা ও প্রাসঙ্গিকতার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত। এই সামাজিক উপযোগিতা নিরূপণের উপায়গুলো কি? শিক্ষার কাজ কি, তা ভেবে দেখলেই আমরা এক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা পাব।

ব্যক্তিকে ইপ্সিত আচরণে উদ্বুদ্ধ করা

মানব জীবনে শিক্ষার প্রধান কাজ হচ্ছে ব্যক্তিকে ইপ্সিত আচরণে উদ্বুদ্ধ করা। ইপ্সিত আচরণ কি? একটি সমাজ সংগঠন তার সংরক্ষণ ও অগ্রযাত্রার প্রয়োজনে ব্যক্তিকে কল্যাণকর ভূমিকায় দেখতে চায়। কল্যাণকর ভূমিকার দুটি দিক রয়েছে, এর একটি হচ্ছে সমাজে যা কিছু 'ভাল' তা ধরে রাখা, অপরটি হচ্ছে আরও 'ভাল'কে অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা। এ কারণেই ব্যক্তিকে একদিকে যেমন সমাজ সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে হয় এবং সমাজের কল্যাণকর দিকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, অন্যদিকে তেমনি সমাজের সামনের দিকে চলার পথ নির্মাণেও অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

ব্যক্তির সুষম ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন

মানবীয় পরিবেশ পরিবর্তনশীল। নিয়ত পরিবর্তনশীল এই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য তার প্রধান হাতিয়ার হল শিক্ষা। শিক্ষাই ব্যক্তিকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে। শিক্ষাবিদ জন ডিউই শিক্ষা বলতে জীবন যাপনের মাধ্যমে ব্যক্তির পরিপূর্ণ জীবন-বিকাশকেই বুঝিয়েছেন। আর জীবন-বিকাশ হল সেই সব জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন যার দ্বারা ব্যক্তি তার পরিবেশকে সুশৃঙ্খলিত করে নিজের সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারে। ব্যক্তির সুষম বিকাশ সাধন তখনই সম্ভবপর হবে যখন সে পরিবেশের সাথে সুষ্ঠু সংগতি বিধান করতে পারবে। ব্যক্তি যদি পরিবেশের সাথে সুষ্ঠু সংগতি বিধান করতে না পারে তবে তার জীবনে সাফল্য আসবে না এবং সে পূর্ণতা লাভ করবে না। এ কারণেই জন ডিউই বলেছেন, ''শিক্ষা ভবিষ্যতের আয়োজন নয়, চলমান জীবনেরই শিক্ষা''। বস্তুত ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সাথে সংগতি সাধনে সহায়তা করতে এবং ব্যক্তির জীবন-যাপন পদ্ধতিকে উন্নততর করাই শিক্ষার কাজগুলোর অন্যতম। মানুষের যে সব আচরণ তার অস্তিত্ব রক্ষা ও সার্থক জীবন যাপনের জন্য সহায়ক সে সব আচরণই শুধু পরিবেশের কাছ থেকে পুষ্টি ও সহায়তা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। আর যে সব আচরণ অস্তিত্ব রক্ষা ও সার্থক জীবন যাপনের পরিপন্থী সেগুলো ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ব্যক্তি ও পরিবেশ ঃ পারস্পরিক সঙ্গতি বিধান

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সংগতি সাধন প্রক্রিয়ায় পরিবেশের প্রভাবে শুধু ব্যক্তিই বদলায় তা নয়, ব্যক্তির প্রভাবে পরিবেশও বদলায়। মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, পরিবেশের ওপর মানুষের প্রভাবও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ না করে প্রয়োজন মত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর সব প্রাণীর সাথে মানুষের এখানেই তফাৎ। পরিবেশের ওপর আর সব প্রাণীর উদ্যম বা ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী প্রকৃতিকে মানুষ কাজে লাগায়। তাই প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়, এ পরিবর্তন সাধনে মানুষের প্রধান হাতিয়ার শিক্ষা। যে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশে আদি মানুষ জন্মেছিল আজ সে পরিবেশও নেই আর সে আদি মানুষেরাও নেই। মানুষের প্রচেষ্টার ফলে নতুন নতুন শহর, কলকারখানা ও পাথঘাট তৈরি হচ্ছে। মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনেও নতুন নতুন চিন্তা-চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে মানব সমাজ ক্রমাগত প্রগতির পথে এগিয়ে চলছে। এ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষের পাথেয় যে সোনার কাঠি তারই নাম শিক্ষা।

সমাজ সংরক্ষণ

শিক্ষার কাজ হচ্ছে ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের সংগতি বিধানে সহায়তা দান। ব্যক্তির জীবনের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। ব্যক্তিকে সমাজজীবনের উপযোগী করে গড়ে

তুলতে হলে তাকে সমাজের জীবনাদর্শ বা মৌলিক বিশ্বাস, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ, সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতিনীতি ইত্যাদির সাথে যথাযথভাবে পরিচিত করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমেই এই কাজ হয়ে থাকে। শিক্ষা দ্বারা এ সকল গুণাবলির অনুশীলন এবং সংরক্ষণ হয়। কোন বিশেষ সমাজকে নিজস্ব মর্যাদাবোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে তাকে তার পূর্বপুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান ও কৌশল, আদর্শ ইত্যাদির সঞ্চিত ভাণ্ডারের অধিকারী হতে হবে। জাগতিক নিয়ম অনুসারে প্রবীণরা সমাজ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নেয়। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার এবং তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নবীনদের হাতে তুলে দিয়ে যায়। নবীনরা অর্থাৎ আগামী দিনের সমাজপতিরা এই মূল্যবান ঐতিহ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত হলে সমাজের দীর্ঘলালিত ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে এবং সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। এই সঞ্চিত ঐতহ্যি ও জ্ঞানের ভাণ্ডার এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে হস্তান্তর করার নামই শিক্ষা। শিক্ষাই এক যুগের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতাকে অন্য যুগে পৌঁছে দেয়। বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক উৎসব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে নবীনদের হাতে প্রবীণদের সঞ্চিত কৃষ্টি ও জ্ঞানের ভাণ্ডার পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হয়। শিক্ষা আছে বলেই পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সমাজ নতুন জীবন লাভ করে। সামাজিক ধ্যন ধারণা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি উত্তরসূরীদের হাতে পৌঁছে দেওয়াই শিক্ষার একটি প্রধান কাজ।

সামাজিক অগ্রগতি

সমাজ গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল। সমাজকে টিকিয়ে রাখার এবং এর অগ্রগতির জন্য সমাজের প্রত্যেকটি সদস্যের অবদানই মূল্যবান। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি বা সদস্য যদি সমাজের অগ্রগতির প্রয়োজনে নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী অবদান রাখতে না শেখে তাহলে সমাজ স্থবির হয়ে পড়বে। মানবজাতির অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। ব্যাক্তিকে সমাজজীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য তাকে সমাজের অতীত অভিজ্ঞতা, ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ, সংস্কার, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির অধিকারী করাটাই যথেষ্ট নয়। বস্তুত ব্যক্তির এমন শিক্ষার প্রয়োজন যা দিয়ে সে অতীত অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সভ্যতার অগ্রগতির ধারাকে প্রবাহমান রাখতে পারে। কাজেই ব্যক্তিকে উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন ও তাকে লালন করার যোগ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারী করে তোলা শিক্ষার দায়িত্ব। ব্যক্তিকে সমাজ সংরক্ষণ ও সমাজ উন্নয়ন এই দুয়ের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলাই শিক্ষার কাজ। শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণ সাধিত হয়। ব্যক্তির জ্ঞানের বিকাশে, দক্ষতা অর্জনে, আগ্রহ সৃষ্টিতে এবং মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে শিক্ষার ভূমিকা অনন্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শিক্ষার প্রধান কাজ কি?
   - ক. প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করা
   - খ. সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা
   - গ. ব্যক্তির আচরণের স্থায়ী পরিবর্তন আনা
   - ঘ. সুনির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করা

২. মানুষের আচরণের পরিবর্তনে শক্তিশালী উপাদানটি কি?
   - ক. প্রবৃত্তি
   - খ. শিক্ষা
   - গ. অনুশীলন
   - ঘ. দৃষ্টিভঙ্গি

৩. জন ডিউইর মতে শিক্ষার কাজ কি?
   - ক. পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা
   - খ. পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধান করা
   - গ. পরিবেশের ধারা অনুসরণ করা
   - ঘ. পরিবেশকে রক্ষা করা

৪. সমাজ সংরক্ষণে শিক্ষার ভূমিকা কি?
   - ক. সমাজের ঐতিহ্যকে ধরে রাখা
   - খ. নবীনদের নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা
   - গ. ব্যক্তি জীবনের উৎকর্ষ বিধান
   - ঘ. ব্যক্তির অভিজ্ঞতার পরিপুষ্টি সাধন

৫. শিক্ষাকে সামাজিক অগ্রগতি সাধনের হাতিয়ার বলা হয় কেন?
   - ক. শিক্ষা ব্যক্তিকে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে
   - খ. শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস সাধন করে
   - গ. শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করে
   - ঘ. প্রবীণরা নবীনদের জন্য স্থান ছেড়ে দেয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'Educare' J 'Educatum' - এ শব্দ দু'টি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরূপণ করুন।
২. শিক্ষার সীমিত ও ব্যাপক অর্থ কি?
৩. 'শিক্ষা একটি মানবীয় প্রচেষ্টা' - ব্যাখ্যা করুন।
৪. শিক্ষার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিন।
৫. শিক্ষার কাজ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা — ইউনিট ১

পাঠ ১.১

১. গ ২. গ ৩. ক

পাঠ ১.২

১. ক ২. গ ৩. খ

পাঠ ১.৩

১. গ ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. খ